দৈনিক ইত্তেফাক

199

তারিখ ... MAY 1 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ছাত্র ভর্তিতে ক্যাডারদের তান্ডব ॥ প্রিন্সিপাল লাঞ্ছিত ॥ জগন্নাথ কলেজ বন্ধ ঘোষণা

আয়োজিত এক সমাবেশে শিক্ষকরা অবিলম্বে কোটা দাবীদার সন্ত্রাসী ক্যাডারদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী
(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আনোয়ার আলদীন ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল ফজলুল কাদের চৌধুরী কলেজে ভর্তিতে কোটা দাবীদার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের যৌথ আক্রমণে চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পর গতকাল (বৃহস্পতিবার) হইতে এক মাসের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। ক্যাডারদের এই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে কলেজের ৩ শতাধিক শিক্ষক গতকাল পুরাতন ঢাকায় মৌন মিছিল বাহির করে। পরে কলেজ ক্যাম্পাসে

জগন্নাথ কলেজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানান। শিক্ষকরা এই দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির কর্মসূচীও ঘোষণা করেন। সমাবেশে প্রফেসর আবদুস সামাদ, প্রফেসর ইদ্রিস আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জানা গিয়াছে, গত সোমবার সন্ধ্যায় ক্যাডার নেতা চন্দনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা প্রিন্সিপালের কার্যালয় ঘেরাও করে। কলেজের শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তি কোটা তাহাদের না দেওয়ায় তাহারা প্রিন্সিপালকে অশালীন-অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে একটি চেয়ার তুলিয়া প্রিন্সিপালের মাথা বরাবর নিক্ষেপ করিলে সৌভাগ্যক্রমে তিনি অক্ষত থাকেন। পরে প্রিন্সিপালের কক্ষে উপস্থিত শিক্ষকরা তাহাদের কোটা অনুযায়ী ভর্তি ফরম দেওয়া হইবে এই মর্মে আশ্বাস দিলে ক্যাডাররা চলিয়া যায়। এই সময় তাহারা হুমকি দেয় যে, 'ফরম না দিলে প্রিন্সিপালের লাশ কুত্তায় খাইবে।'

এদিকে ঐদিনই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছিল। পাঁচ সহস্রাধিক আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এই ভর্তিতে প্রতি বছর ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা যে শতকরা ২৫ ভাগ কোটা নিয়া বাহিরে ফরম বিক্রয় হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিত, এইবার তাহা করিতে পারে নাই। কারণ ফরম বিতরণের শুরুতে ছাত্র নেতারা কোটা দাবী করিলে কর্তৃপক্ষ অপারগতা প্রকাশ করেন। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ক্যাডাররা গত মাসে জগন্নাথ কলেজের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়ে ভাংচুর করে। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ দুইদিনের জন্য ফরম বিতরণ বন্ধ রাখেন। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ এবং ক্যাডাররা কোটা না পাইয়া শেষমেশ ১০ই মে প্রিন্সিপালকে আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণে লাঞ্ছিত হওয়ার পর প্রিন্সিপাল ফজলুল কাদের চৌধুরী ভয়ে আর কলেজে যান নাই। গতকাল তিনি গ্রীষ্মের ছুটির কথা বলিয়া ১ মাসের জন্য কলেজ বন্ধ করিয়া দেন।

জানা গিয়াছে, জগন্নাথ কলেজে ভর্তির মৌসুম আসিলেই ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে গলায় গলায় ভাব শুরু হয়। তাহারা একজোট হইয়া কলেজ হইতে কোটা গ্রহণ করে। এই কোটা'র প্রতিটি ফরম ১০ হাজার হইতে ২৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। এই টাকার ভাগাভাগি নিয়াও তাহাদের মধ্যে থাকে মধুর মিলন।

পরীক্ষার সময় আসিলেও ছাত্রলীগ-ছাত্রদল একজোট হইয়া যায়। এই সময় ১৫/২০ হাজার টাকা হইলেই যে কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে না গিয়া ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার নিশ্চয়তা পায়। ক্যাডারদের নিজস্ব প্রক্সিম্যান থাকে। এই প্রক্সিম্যানরাই পরীক্ষার্থীর পক্ষে হলে গিয়া পরীক্ষা দেয়।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, জগন্নাথ কলেজে শতকরা ৮০ ভাগ পরীক্ষাই দেয় এই প্রক্সিম্যানরা। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের এই 'নেতা'চক্রটি জগন্নাথ কলেজের বাণিজ্য ভবনের সম্মুখভাগের ক্যাফেটোরিয়াটিতে সহাবস্থান করিতেছে। এই চারতলা ভবনের নীচের তলায় হইল ক্যাফেটোরিয়া, ২য় তলায় কমন রুম এবং তৃতীয় তলায় থাকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা আর ৪র্থ তলায় ছাত্রদলের ক্যাডাররা বসবাস করে। অনাবাসিক এই কলেজে এই চক্র ক্যাফেটোরিয়ায় বসবাস করিতেছে।

জানা যায়, এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের অধিকাংশই অছাত্র এবং পুরাতন ঢাকার সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ।